শৈক্ষিক দিনপঞ্জি

নিম্ন প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য
('ক' শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত)

শিক্ষাবর্ষ
২০১৯

অসম সরকার

सत्यमेव जयते
GOVERNMENT OF ASSAM

প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ

প্রস্তুতকর্তা
রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, অসম
কাহিলিপাড়া, গুয়াহাটি-৭৮১০১৯

শৈক্ষিক দিনপঞ্জি- ২০১৯

দিনপঞ্জির উল্লেখযোগ্য দিকগুলি

- ❑ দৈনন্দিন নির্ধারিত সময়ে প্রাতঃসভার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের কার্যসূচি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুষ্ঠিত করবেন। **প্রাতঃসভায় প্রতিদিন রাষ্ট্রীয় সংগীত বা অসমের জাতীয় সংগীত গাওয়ার ব্যবস্থা করবেন।**
- ❑ প্রাথমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যাতে ছোটোবেলা থেকে সু-স্বাস্থ্য ও সু-অভ্যাস গড়ে ওঠে তার জন্য প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা নিম্ন প্রদত্ত বিষয়গুলি লক্ষ্য করবেন —
  - — অনাময় ব্যবস্থা
  - — পানীয় জল এবং খাদ্য গ্রহণ
  - — পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা

বিদ্যালয়ের সময়সূচি -

'ক' শ্রেণির শিশুদের জন্য নির্ধারিত ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট সময় নিম্ন প্রদত্ত ধরনে ভাগ করে নেবেন —

প্রাতঃসভা (প্রয়োজন অনুযায়ী এই সময় বৃদ্ধি করে নিতে পারবেন)	–	১৫ মিনিট
শৈক্ষিক বিষয়ের আদান-প্রদান	–	**২ ঘন্টা ৫ মিনিট**
বিরতি	–	১০ মিনিট

অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীরা ৬ ঘণ্টা ২৫ মিনিট (সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ৩.২৫ টা পর্যন্ত) বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকবে। এই সময়টুকু নিম্ন ধরনে ব্যবহার করবে—

প্রাতঃসভা -	১৫ মিনিট
শৈক্ষিক আদান প্রদান -	**৫ ঘন্টা ২৫ মিনিট**
প্রথম বিরতি-	১০ মিনিট
মধ্যাহ্ন ভোজন বিরতি -	৩৫ মিনিট

- ❑ ২০১৯ শিক্ষাবর্ষের প্রকৃত শ্রেণিদিনের সংখ্যা - ২৩৮
- ❑ শৈক্ষিক দিনপঞ্জি অনুযায়ী জানুয়রি মাসের ৮ তারিখ থেকে শিক্ষণ-শেখন প্রক্রিয়া আরম্ভ করবেন।
- ❑ অভিভাবকের সঙ্গে **পুস্তক** প্রাপ্তি ও নিয়মিত পাঠদান সম্পর্কে ১৮ জানুয়ারিতে আলোচনা করবেন।
- ❑ জেলা কর্তৃপক্ষের ঘোষণা অনুযায়ী স্থানীয় বন্ধের দিনগুলি পালন করবেন।
- ❑ কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির বিয়োগ হলে সেইদিন শ্রেণি শেষ হওয়ার পর 'শোক সভা' অনুষ্ঠিত করবেন। কোনো কারণেই যাতে জেলা কর্তৃপক্ষের অনুমতি অবিহনে বিদ্যালয় বন্ধ বা **অর্ধছুটি** ঘোষণা করা না হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।
- ❑ রাজ্য সরকারের নির্দেশমর্মে সময় অনুযায়ী শৈক্ষিক দিনপঞ্জি পরিবর্তন হতে পারে, এইপরিবর্তনসমূহ যথা সময়ে জানানো হবে।
- ❑ মোট কর্মদিন অপরিবর্তিত রেখে কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি সাপেক্ষে বরাক উপত্যকা ও অন্যান্য জেলায় পুজোর বন্ধ ১০ দিন বাড়িয়ে দিয়ে গরমের বন্ধের সমসংখ্যক দিন কমিয়ে নিতে পারবেন।
- ❑ চাবাগান এলেকার ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধা অনুযায়ী নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য সকাল ৭.৩০ টা থেকে দুপুর ১২.১৫ টা পর্যন্ত এবং উচ্চ প্রাথমিকের জন্য সকাল ৭.৩০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ❑ বন্যা বা অন্যান্য কোনো কারণে শিক্ষাদান ব্যাহত হলে বন্ধের দিনে, রবিবারে বা পরবর্তী কর্মদিনে স্কুল ছুটির পর পাঠদান করে এইঘাটতি পূরণ করবেন।
- ❑ প্রতি মাসে সুবিধা অনুযায়ী যেকোনো একটি শনিবারে মণ্ডল দক্ষ শিক্ষক সভা, কেন্দ্র সভা এবং উচ্চ প্রাথমিক পর্যায়ের জোনেল মিটিং অনুষ্ঠিত করবেন। কিন্তু এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যে এর জন্য নিয়মিত পাঠদান যেন ব্যাহত না হয়।
- ❑ বিশেষ প্রয়োজন সম্পন্ন শিশুদের [Children with Special Needs (CWSN)] পাঠ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা প্রয়োজন অনুযায়ী কারিকুলামে সন্নিবিষ্ট ক্রিয়াকলাপসমূহ পরিবর্তন করে তাদের উপযোগী যাতে হয় সেই অনুযায়ী অনুকুল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- ❑ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা শিশুদের পিতৃ-মাতৃ এবং অভিভাবকদের সঙ্গে প্রত্যেক মাসে কমপক্ষে একবার করে সাক্ষাৎ করবেন। যেখানে শিশুদের উপস্থিতি শেখন দক্ষতা, শেখন ফলাফল এবং তাদের ব্যক্তিগত সামাজিক গুণরাজির বিকাশ সম্পর্কে তাদের পিতৃ-মাতৃ এবং অভিভাবকদের অবগত করবেন।

শিশুর অধিকার সুরক্ষা আইন, ২০০৫

শিশুর অধিকার সুরক্ষা আয়োগ আইন, ২০০৫-র ক্ষমতা ও কার্যাবলি—

- ♦ প্রচলিত কোনো আইনের অধীনে বা আইন কর্তৃক প্রদত্ত শিশুর অধিকার সুরক্ষা সম্পর্কীয় ব্যবস্থাসমূহ পরীক্ষা ও পুনরীক্ষণ করে এইসমূহ বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে যথাযথ পরামর্শ প্রদান করা।
- ♦ আয়োগের সুবিধা অনুযায়ী শিশুর নিরাপত্তাজনিত ব্যবস্থাসমূহের কার্যকরিকরণের ওপর রাজ্য সরকারকে সময়ানুসারে প্রতিবেদন পেশ করা।
- ♦ শিশুর কোনো অধিকার **উল্লঙ্ঘন** হলে তাৎক্ষণিক তদন্ত সম্পাদন করা এবং এমতাবস্থায় গ্রহণীয় কার্যব্যবস্থার জন্য পরামর্শ প্রদান করা।
- ♦ শিশুর অধিকারের ক্ষেত্রে বাধা প্রদানকারী উপাদানসমূহ, যেমন— সন্ত্রাসবাদ, সাম্প্রদায়িক হিংসা, বিদ্রোহ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, এইচ আই ভি/এইড্স, মানব সরবরাহ,উৎপীড়ন ও শোষণ-এর মতো অসামাজিক কার্যকলাপগুলি প্রতিরোধ করার জন্য ব্যবস্থাবলি গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া।
- ♦ যন্ত্রণাক্লিষ্ট শিশু, পশ্চাৎপদতা অথবা অনগ্রসরতায় ভোগা শিশু/কিশোর অপরাধে লিপ্ত শিশু, পরিবার-পরিজনহীন শিশু, কারাবন্দী শিশুর ক্ষেত্রে প্রদান করা বা লাভ করা যত্ন ও নিরাপত্তা সম্পর্কীয় দিকগুলি **পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে** বিচার করা ও তার জন্য গ্রহণীয় উপযোগী ব্যবস্থাবলি সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া।
- ♦ শিশুর অধিকার সম্পর্কে সময়সাপেক্ষে স্বাক্ষরিত বিভিন্ন চুক্তি, আন্তর্জাতিক বিধিসমূহ অধ্যয়ন করা, শিশুর অধিকার বিষয়ক কাজ-কর্ম, প্রকল্প ও অন্যান্য কার্যাবলিসমূহ সময় সাপেক্ষে পুনরীক্ষণ করা ও এই কার্যাবলি তথা নীতি-নিয়মসমূহের প্রতি শিশুর আগ্রহ তথা মনোযোগ সাপেক্ষে কার্যকরিকরণের নির্দেশ জারি করা।
- ♦ 'শিশুর অধিকার' শীর্ষক বিষয়ের ওপর গবেষণামূলক অধ্যয়ন চালানো ও সেইমর্মে উচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা। শিশুর অধিকার কার্যকরীকরণ সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যম, আলোচনা চক্র, সজাগতামূলক কার্যসূচি তথা অন্যান্য মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে প্রচার চালানো ও অধিকারসমূহ সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ♦ যেকোনো অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা ও ব্যক্তিগতভাবে বিজ্ঞপ্তি জারি করা।

শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯

শিশুর শিক্ষার অধিকার সুরক্ষিত করতে...

- ❑ ৬-১৪ বছর বয়সের প্রত্যেক শিশুর ৮ বছরের **বিনামূল্যের এবং বাধ্যতামূলক** প্রাথমিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে।
- ❑ ৬ বছরের উর্ধের কোনো শিশুকে যদি বিদ্যালয়ে ভর্তি করা না হয়ে থাকে বা কোনো শিশু যদি প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ না করে বিদ্যালয় ত্যাগ করে তা হলে তাকে তার বয়স অনুপাতে নির্দিষ্ট শ্রেণিতে ভর্তি করতে হবে।
- ❑ বিদ্যালয়ে ভর্তির সময়ে শিশু, পিতৃ-মাতৃ অথবা অভিভাবকের বাছাই পরীক্ষা নেওয়া যাবে না।
- ❑ বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বদলি বা জন্মের প্রমাণপত্র অন্তরায় হতে পারবে না।
- ❑ ভাষা, ধর্ম, লিঙ্গ, জাতি, বাধাগ্রস্ততা নির্বিশেষে সকল শিশুর প্রতি সম আচরণ ও শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।
- ❑ নির্দিষ্ট শিক্ষাবর্ষে কোনো শিশুকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ না করিয়ে বসিয়ে রাখা বা শিশুটির প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা যাবে না।
- ❑ ৬-১৪ বছর বয়সের কোনো শিশুকে শারীরিক বা মানসিকভাবে নির্যাতন করা যাবে না।
- ❑ প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি সুনিশ্চিত করতে হবে।
- ❑ ছাত্র-ছাত্রীর শেখন ক্ষমতানুযায়ী শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শেখন ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং শেখন দক্ষতা নির্ণয় করতে অবিরত সামগ্রিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ❑ বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের শনাক্ত করে তাদের বিদ্যালয়মুখী করার ক্ষেত্রে যত্নবান হতে হবে এবং দক্ষতা অর্জনের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়জনকারী শিশুদের ক্ষেত্রেও এই প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।
- ❑ সকল শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের ঘরোয়া শিক্ষকতার বৃত্তি থেকে বিরত থাকতে হবে।
- ❑ বিশেষ প্রয়োজন সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদেরকেও সমান সুযোগ-সুবিধা, নিরাপত্তা এবং সম্পূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতে উৎসাহিত করতে হবে।
- ❑ প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীকে সপ্তাহে ৪৫ ঘণ্টা অর্থাৎ দৈনিক গড় হিসাবে ৭ ঘণ্টা ৩০ মিনিট সময় বিদ্যালয়ে অতিবাহিত করতে হবে। দৈনিক সময় তালিকা ছাড়াও অতিরিক্ত সময়টুকু তাঁদের শিক্ষণীয় ক্ষেত্রের প্রস্তুতি অর্থাৎ পরবর্তী দিনের জন্য পাঠ পরিকল্পনা, শিক্ষণ-শেখন সামগ্রী প্রস্তুত ও ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রেণি এবং গৃহকর্ম মূল্যায়ন করা, অনুপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিতকরণের জন্য অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা, বিদ্যালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়নের কর্মসূচি ঠিক করা এবং শৈক্ষিক ক্ষেত্রে সমান তালে এগিয়ে যেতে অক্ষম ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনীয় দিকসমূহের অগ্রগতির জন্য তাঁরা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ গ্রহণ করবে।

প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক পর্যায়ের কারিকুলামে সন্নিবিষ্ট বিষয়সমূহ

(ক) 'ক' শ্রেণি

'ক' শ্রেণির শিক্ষার উদ্দেশ্য হল—

- ♦ শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করার পরিবেশ সৃষ্টি করা
- ♦ শিশুদের সর্বাঙ্গীন বিকাশে অবদান যোগানো
- ♦ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা ও তার জন্য প্রস্তুত করে তোলা

সর্বাঙ্গীন বিকাশের প্রধান দিকসমূহ হল —

- ♦ ভাষার বিকাশ
- ♦ বোধ শক্তির বিকাশ
- ♦ শারীরিক বিকাশ
- ♦ সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ
- ♦ সৌন্দর্যবোধের বিকাশ
- ♦ সৃজনাত্মক শক্তির বিকাশ

এই স্তরে শিশুদের খেলা-ধুলোর মাধ্যমে উক্ত সবকয়টি দিকের বিকাশ সাধন করার জন্য বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা করতে হবে।

এই ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের বিশেষ লক্ষ্যণীয় দিকগুলি হল — 'ক' শ্রেণির জন্য অনুমোদিত কর্মপুস্তিকাসমূহ বিদ্যালয়ে প্রথম তিন মাস ব্যবহার করতে দেবেন না। এই তিন মাস বিদ্যালয়ের পরিবেশের সঙ্গে শিশুরা যাতে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে তার জন্য গান-বাজনা, খেলা-ধুলো ও কথোপকথন ইত্যাদি কার্য করাতে হবে।

'ক' শ্রেণির কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত দিকসমূহ —

শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা বিষয়ভিত্তিক পরিকল্পনা করবেন। বিষয়ভিত্তিক পরিকল্পনা হল —

⇨ বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে 'ক' শ্রেণির শিশুদের উপযোগী করে প্রস্তুত করা ক্রিয়াকলাপের এক বিশদ বিবরণ।

⇨ বিষয়ভিত্তিক পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ ক্রমে সহজ থেকে জটিলের দিকে এগিয়ে যাবে অর্থাৎ প্রথমে বিষয়বস্তু সহজ বা শিশুর পরিচিত হতে হবে এবং ক্রমান্বয়ে অপরিচিত বা জটিলের দিকে এগোতে হবে।

⇨ শিশুদের বিদ্যালয়ের পরিবেশের প্রতি আগ্রহান্বিত করতে পরিচিত হওয়া, খেলা-ধুলো, গান-বাজনা, কথোপকথন ইত্যাদি করাতে হবে। এইক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা নিম্ন প্রদত্ত ধরনে মাসভিত্তিক, বিষয়বস্তুভিত্তিক ক্রিয়াকলাপের পরিকল্পনা করলে শিশুকে বিদ্যালয়ের পরিবেশের প্রতি আকর্ষিত করতে পারবেন।

মার্চ	— গাছ-পালা, ফুল
এপ্রিল	— ফল-মূল, শাক-সবজি
মে	— জীব-জন্তু, পাখি
জুন	— অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যান-বাহন
জুলাই	— গরমের বন্ধ
আগস্ট	— ঘর, পোশাক-পরিচ্ছদ
সেপ্টেম্বর	— জল, কীট-পতঙ্গ
অক্টোবর	— আকাশ, জীবিকা
নভেম্বর	— বাজার, উৎসব
ডিসেম্বর	— পুনরালোচনা

এর বিশদ বিবরণ 'ক' শ্রেণির শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের জন্য প্রস্তুত 'বিষয়বস্তুভিত্তিক ক্রিয়াকলাপের পরিকল্পনায়' তুলে ধরা হয়েছে।

(খ) প্রাথমিক স্তর (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত)

বিষয়

- ◆ **ভাষা ১** (মাতৃভাষা এবং মাধ্যম ভাষা)
- ◆ **ভাষা ২** ❍ ইংরাজি (ইংরাজি মাধ্যম নয় এমন বিদ্যালয়ের জন্য)
  - ❍ রাজ্য/সহযোগী রাজ্য ভাষার যেকোনো একটি (ইংরাজি মাধ্যমের বিদ্যালয়ের জন্য)
- ◆ **গণিত**
- ◆ **পরিবেশঅধ্যয়ন** (প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণিতে সমন্বিতভাবে ভাষা এবং অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সংলগ্নভাবে থাকবে)
- ◆ **স্বাস্থ্য এবং শারীরিক শিক্ষা**
- ◆ **কলা শিক্ষা**

(যেসকল বিদ্যালয়ে অন্যান্য ভাষা যেমন— মিসিং, তিওয়া, রাভা, টাই, দেউরি , বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ইত্যাদি ভাষার ছাত্র-ছাত্রী আছে, সেইসকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মাধ্যম ভাষার সঙ্গে তাদের মাতৃভাষা শেখানোর জন্য পাঠদান করারও ব্যবস্থা করবেন।)

(গ) উচ্চ প্রাথমিক স্তর (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত)

বিষয়

- ◆ **ভাষা ১** (মাতৃভাষা এবং মাধ্যম ভাষা)
- ◆ **ভাষা ২** ❍ ইংরাজি (ইংরাজি মাধ্যম নয় এমন বিদ্যালয়ের জন্য)
  - ❍ রাজ্য/সহযোগী রাজ্য ভাষার যেকোনো একটি (ইংরাজি মাধ্যমের বিদ্যালয়ের জন্য)
- ◆ **ভাষা ৩** ছাত্র-ছাত্রীরা ভাষা ৩-র জন্য বিদ্যালয়ের মাধ্যম অনুযায়ী (ক) বা (খ) নিতে পারবে।
  - (ক) ❍ হিন্দি (১০০%)
    - বা
    - ❍ হিন্দি (৫০%) + ভাষা ৪ (৫০%)
  - (খ) রাজ্য ভাষা/সহযোগী রাজ্য ভাষার যেকোনো একটা (১০০%)
    - বা
    - রাজ্য ভাষা {(৫০%) + ভাষা ৪ (৫০%)}

{ভাষা ৪ বাধ্যতামূলক নয়। শিক্ষার্থীরা তৃতীয় ভাষার (৫০%) সেই সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীরা যদি ইচ্ছানুসারে চতুর্থ ভাষা (৫০%) অর্থাৎ সংস্কৃত/আরবি/অন্য ভাষা (যদি ভাষাটি প্রথম ভাষা হিসাবে পড়ার সুবিধা নাপায়) নিতে পারবে}।

- ◆ **গণিত**
- ◆ **বিজ্ঞান**
- ◆ **সমাজ বিজ্ঞান**
- ◆ **স্বাস্থ্য এবং শারীরিক শিক্ষা**
- ◆ **কলা শিক্ষা** এবং
- ◆ **কর্ম শিক্ষা**

সর্বাত্মক শিক্ষা

❍ সর্বাত্মক শিক্ষা ব্যবস্থা হল বিদ্যালয়ের সকল কার্যসূচিতে সকল ছাত্র-ছাত্রীর সমান অংশগ্রহণ।

❍ সকল ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে —

- ❍ বিশেষ প্রয়োজন সম্পন্ন শিশু
- ❍ বিভিন্ন ভাষা-ভাষী তথা জাতি/জনজাতি, ধর্ম/বর্ণ নির্বিশেষে শিশু
- ❍ প্রখর মেধাসম্পন্ন শিশুর সঙ্গে কম মেধাসম্পন্ন শিশু

❍ সর্বাত্মক শিক্ষায় বিভিন্ন ধরনের শিশুদের বিকাশের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষক শ্রেণি কক্ষের সামগ্রিক পরিবেশ পরিবর্তন করে নিতে পারেন।

❍ শ্রেণি কক্ষের সামগ্রিক পরিবেশে সন্নিবিষ্ট বিভিন্ন দিকসমূহ হল— পাঠ্যক্রম, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষণ-শেখন সামগ্রী, শিক্ষণ-শেখন কৌশল বা পদ্ধতি, শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ, মূল্যায়ন ব্যবস্থা, শিক্ষকের ধনাত্মক মনোভাব ইত্যাদি।

শান্তি শিক্ষা

❍ শান্তি শিক্ষার উদ্দেশ্য হল সমাজে শান্তিতে বসবাস করতে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে প্রয়োজনীয় গুণের বিকাশ সাধন করা।

❍ শান্তি শিক্ষা বিদ্যালয়ের জন্য আলাদা কোনো বিষয় না হলেও ছাত্র-ছাত্রীদের মনে এই ভাব প্রোথিত করার জন্য বিভিন্ন কার্য-কলাপের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

শান্তি শিক্ষার জন্য করণীয় কিছু ক্রিয়াকলাপ —

ধ্যান

⇨ পাঠদান আরম্ভ হওয়ার আগে ছাত্র-ছাত্রীদের কিছুক্ষন মৌনব্রত অবলম্বন করতে দেবেন। এর ফলে মন শান্ত হবে এবং মনোযোগ বাড়বে।

শান্তি বার্তা

⇨ মনের উচাটন দূর করে শান্ত সমাহিতভাবে মনের ভাব ব্যক্ত করার সৃজনাত্মক লেখনির প্রতি অনুপ্রাণিত করবেন।

প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা

⇨ সুবিধাজনক নিরিবিলি স্থানে কিছু সময় প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সময় অতিবাহিত করতে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করবেন।

শান্তির প্রতীক

⇨ কিছু শান্তির প্রতীক যেমন— গোলাপ ফুল বা পায়রার ছবি এঁকে বা হাতের ছবিতে **'শান্তি'** লিখে শ্রেণি কক্ষের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখবে।

বিশ্ব শান্তির জন্য রচিত গান শোনা বা গাওয়া

⇨ ছাত্র-ছাত্রীদের মনে সহানুভূতি, সমবেদনা, মানবিকতাবোধ ইত্যাদি ভাবের বিকাশ সাধনের জন্য কিছু প্রচলিত গান শোনা, গাওয়া বা কবিতা আবৃত্তি করতে অনুপ্রাণিত করবে।

বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের ভূমিকা

ছাত্র সংসদ

একটি বিদ্যালয়কে সুচারুরূপে পরিচালনা করতে সকলের সহায়-সহযোগিতা অপরিহার্য। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের সহায় করার জন্য এবং বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজ-কর্ম সুচারুরূপে পরিচালনা করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের **ছাত্র সংসদ** গঠন করে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

এর মাধ্যমে শিশুদের স্বাধীনভাবে কাজ এবং চিন্তা করার অবকাশ দেওয়া যাবে। উল্লেখযোগ্য যে ছাত্র-ছাত্রীদের কার্য নিখুঁতভাবে সম্পাদন করাই ছাত্র সংসদের একমাত্র লক্ষ্য নয়। ছাত্র সংসদের উদ্দেশ্য হল —

- ◆ এর মাধ্যমে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনেক কথা শিখতে পারবে।
- ◆ ছাত্র-ছাত্রীরা সভা অনুষ্ঠিত করে ভাষণ দেওয়া, নাচ-গান, কবিতা আবৃত্তি, অভিনয় ইত্যাদি পরিবেশন করতে শিখবে।
- ◆ মিলে-মিশে কাজ-কর্ম করা এবং যেকোনো বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শিখবে।
- ◆ আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠবে, নেতৃত্ব গুণের বিকাশ সাধন হবে, শৃঙ্খলাবদ্ধতা এবং সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।
- ◆ অভিভাবকরা নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ের খবরাখবর পাবেন এবং নিজের চিন্তা, ধ্যান-ধারণা বিদ্যালয়ে প্রেরণ করতে পারবেন।
- ◆ ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী এবং অভিভাবকদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে বিভিন্ন কাজ-কর্মে নেতৃত্ব গ্রহণের সুবিধা পায়, সেই উদ্দেশ্যে দায়িত্বসমূহ প্রতি দুমাস অন্তর পরিবর্তন করবেন।

প্রতিটি বিদ্যালয়ে অসমের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের নামে কয়েকটি গোষ্ঠী গঠন করবেন, যেমন- জয়মতী গোষ্ঠী, লাচিত বরফুকন গোষ্ঠী, কনকলতা গোষ্ঠী, মণিরাম দেওয়ান গোষ্ঠী, জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা গোষ্ঠী ইত্যাদি। প্রতিটি গোষ্ঠীতে প্রত্যেক শ্রেণির সমসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীরা সভ্য হবে। এই গোষ্ঠীগুলো পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন কাজ-কর্মের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। প্রত্যেক দলের কার্যাবলির উপর ভিত্তি করে বছরের শেষে শ্রেষ্ঠ গোষ্ঠীকে স্বীকৃতি প্রদান করে উৎসাহিত করবেন।

প্রাথমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলিতে ২০১৯ সালের ৮ জানুয়ারি থেকে নিয়মিত পাঠদান অনুষ্ঠিত হবে।

'উৎসব বিদ্যারম্ভ' প্রকল্প

'শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯'কে সঠিকভাবে রূপায়ন করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরেও দেখা গেছে যে অধিকাংশ সরকারি বিদ্যালয়ে শিশুদের ভর্তির সংখ্যা আজও নিম্নমুখী। এমন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি এবং প্রাদেশীকৃত বিদ্যালয়ে শিশুদের ভর্তিকরণের সংখ্যা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকার 'উৎসব বিদ্যারম্ভ' শীর্ষক এক কার্যক্রম আরম্ভ করেছেন যার মধ্যে রয়েছে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সকল বিদ্যালয়ে নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি করার কাজ শেষ করা এবং জানুয়ারি মাসের প্রথমার্ধ থেকে শ্রেণি দিন আরম্ভ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া।

'উৎসব বিদ্যারম্ভ' প্রকল্পটিতে অন্তর্ভুক্ত কার্যসূচিসমূহ হল—

প্রথম ভাগ - নভেম্বর মাস

- **নতুন শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য সংবাদ পত্রে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে।**
- একটি নির্দিষ্ট দিনে বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতির সঙ্গে বিশেষ সভার আয়োজন করবেন যেখানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে আমন্ত্রণ জানাবেন। বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতি সেই অঞ্চলের শিশুদের সামগ্রিক স্থিতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করবেন এবং উক্ত সভায় সেই ব্যাপারে আলোচনা করবেন।
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতি সমাজের উপযুক্ত বয়সের শিশুদের সামগ্রিক স্থিতি নির্ধারণ করবেন। বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতি বিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত অঞ্চলের উপযুক্ত বয়সের শিশুদের তথ্যভিত্তি ও সেই সঙ্গে বিদ্যালয় বর্হিভূত শিশুদের তালিকাও প্রস্তুত করবেন।
- বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতি বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের বাড়িতে গিয়ে তাদের পিতৃ-মাতৃ/অভিভাবককে তাদের শিশুদের পুনরায় বিদ্যালয়ে পাঠানোর জন্য উৎসাহিত করবেন।
- উপযুক্ত বয়সের সকল শিশুদের ভর্তির জন্য পিতৃ-মাতৃ ও অভিভাবকদের বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতি স্থানীয় ভাষায় পত্র প্রেরণ করবেন।
- অঞ্চলের বিশেষ স্থানগুলিতে ভর্তির বিজ্ঞাপন টাঙানোর ব্যবস্থা করবেন।
- বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতির সহযোগিতায় গ্রাম, ওয়ার্ড অথবা লাইনে মিছিল/সমাবেশ ইত্যাদির আয়োজন করে বিদ্যালয়ে শিশুদের ভর্তির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।
- দৈনিক বাজার ও সাপ্তাহিক বাজার রয়েছে এমন অঞ্চলে জনসংযোগ/লোকশিল্পী/পথ নাটিকা/পোস্টারিং ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

ডিসেম্বর মাস

- নতুন শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি ।
- চতুর্থ গোট মূল্যায়নের নিরীক্ষণ ও ফলাফল ঘোষণা ।
- পূর্ববর্তী শ্রেণি থেকে যেসকল ছাত্র-ছাত্রীরা প্রমোশন পেয়েছে তাদের নাম পরবর্তী শ্রেণির রেজিস্টারে সন্নিবিষ্ট করা ।
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সমাজ, পিতৃ-মাতৃ, অভিভাবক, মাতৃ গোষ্ঠী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগিতায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গন, শৌচালয়, মধ্যাহ্ন ভোজনের রন্ধনশালা, জল জমা রাখার পাত্রের পরিষ্কারকরণ ।
- বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতি, মাতৃ গোষ্ঠী , স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সামগ্রীর প্রদর্শনীর আয়োজন করা।
  - ➲ *(উল্লিখিত কার্যসমূহ নির্দিষ্ট দিনে সম্পাদন করার জন্য আগামি দিনে সরকারি নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।)*
  - ➲ *(বিদ্যালয়ে স্বেচ্ছামূলক (আর্থিক/অন্যান্য)ভাবে অবদান যোগানোর জন্য স্থানীয় সমাজকে উৎসাহিত করবেন এবং সেই ধরনের অবদানগুলি নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখবেন।)*

দ্বিতীয় ভাগ - জানুয়ারি মাস ২০১৯

১ লা জানুয়ারি

- শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী/ছাত্র-ছাত্রী/সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি /স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের দ্বারা বৃক্ষ রোপণ কার্যসূচি রূপায়ণ।
- বিগত বর্ষে নিয়মিত উপস্থিত রয়েছে এমন ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রেণি অনুযায়ী অভিনন্দন জানানো এবং সেই সঙ্গে পিতৃ-মাতৃ- অভিভাবকদেরও সম্ভাষণ জ্ঞাপন করা।
- ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, মাতৃ গোষ্ঠী, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি, বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতির সহযোগিতায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
- এইসকল ব্যক্তিদের দ্বারা সন্ধ্যায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বাতি প্রজ্জ্বলন কার্যসূচি রূপায়ণ।
- একই দিনে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, ছাত্র-ছাত্রী, পিতৃ-মাতৃ, অভিভাবক, বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতির সদস্যদের দ্বারা সংকল্প গ্রহণ কার্যসূচি—

ছাত্র-ছাত্রীদের সংকল্প

'এই বিদ্যালয় আমাদের,
আমরা প্রতেক দিন সময়মত বিদ্যালয়ে আসব।
আমরা আমাদের শিক্ষাগুরুদের এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি উচিত সম্মান প্রদর্শন করব।
আমরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে বিদ্যালয়ে আসব ।
এবং বিদ্যালয়টিকেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখব।
আমরা আমাদের সহপাঠীদের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকব।
আমরা আমাদের দেশের ভাবী নাগরিক,
দেশের সম্মান এবং উন্নতির জন্য কাজ করতে আমরা সংকল্পবদ্ধ।'

শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের সংকল্প

আমি শ্রী/শ্রীমতী.....
আমাদের রাজ্যের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করতে আজকের দিনে সংকল্প গ্রহণ করছি।
আমি ছাত্র-ছাত্রীদের উচিত শিক্ষা প্রদান করতে কঠোর পরিশ্রম করব।
আমি সকল শিশুদের সমান দৃষ্টিতে দেখব।

অভিভাবকদের সংকল্প

এই বিদ্যালয় আমাদের,
আমরা আমাদের সন্তানদের প্রত্যেক দিন বিদ্যালয়ে পঠাব।
আমরা আমাদের সন্তানদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি লক্ষ্য রাখব।
আমরা আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যতের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সংকল্পবদ্ধ।

বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতির সদস্যদের সংকল্প

এই বিদ্যালয় আমাদের,
আমরা আমাদের বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য সহায়-সহযোগিতা করব।
আমরা বিদ্যালয়টিকে সুচারুরূপে পরিচালনা করার ব্যাপারটিকে অগ্রাধিকার দেব।
আমরা বিদ্যালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা সঠিকভাবে প্রস্তুত করব।
আমরা বিদ্যালয়ের মঙ্গলার্থে প্রত্যেকটি কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করব।
(বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতি 'উৎসব বিদ্যারম্ভ' কার্যসূচির সময়ে উক্ত কার্যসূচিমূহের সঠিক নিরীক্ষণ ও নথিকরণ করবেন।)

অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়ন

❍অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা ছাত্র-ছাত্রীদের সামগ্রিক বিকাশের দিকটি সঠিকভাবে নিরূপণ করতে সাহার্য করে।

❍এই ব্যবস্থার দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের বৌদ্ধিক, শারীরিক, আবেগিক, সামাজিক ও সৃজনাত্মক মানসিকতা বিকাশের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

❍অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের চিন্তা ও বোধশক্তির উন্মেষ ঘটাতে সাহায্য করে।

❍অবিরত মূল্যায়নের অর্থ হল বিরতিহীনভাবে করা মূল্যায়ন, যেখানে শিক্ষার্থীদের পূর্বের শেখন স্থিতির পরিবর্তন নির্ধারণ করা এবং সেই সঙ্গে ব্যবধানসমূহ নথিভুক্ত করে বিশ্লেষণ করা হয় ও প্রতিকারের উপায় নির্ণয় করা হয়।

❍সামগ্রিক মূল্যায়নে এই বিষয়টি নিশ্চিত করা হয় যে কেবল পুথিগত শিক্ষাই ছাত্র-ছাত্রীদের গুণগত শিক্ষা প্রদান করতে পারে না,যদি না সমান্তরালভাবে তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণরাজির বিকাশ ঘটানো হয়। অর্থাৎ সামগ্রিক মূল্যায়ন একজন ছাত্র বা ছাত্রীর সকল দিকের অগ্রগতির সঠিক পর্যালোচনা করে।

অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়নের সঙ্গে জড়িত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক—

- শিক্ষণ-শেখন প্রক্রিয়া চলিত অবস্থায় সমান্তরালভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের গুণগত দিকের সফলতা —অর্থাৎ যা কিছু শেখানো হয় তা তারা কতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে সেটির সঠিক পরিমাপ করাই অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়নের প্রধান লক্ষ্য।
- নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রকৃতার্থে কোন পর্যায়ে অগ্রগতি লাভ করেছে তার উপর আলোকপাত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ পাওয়া যায়।
- 'সামগ্রিক' শব্দটির দ্বারা মূল্যায়নে সমগ্র পাঠ্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বোঝানো হয়েছে যদিও ছাত্র-ছাত্রীদের অগ্রগতির ক্ষেত্রে তাদের সামর্থ ও অভিরুচি রয়েছে এমন বিষয়গুলির অগ্রগতির মূল্যায়ন করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
- এর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের, উদাহরণস্বরূপে— শেখনের প্রতি তাদের মনোভাব, সামাজিক আদান-প্রদান, আবেগিক নিয়ন্ত্রণ, অভিরোচন, স্বাস্থ্য, সবলতা ও দুর্বলতা ইত্যাদি দিকের উন্নীতকরণে সহায় করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এইক্ষেত্রে অন্যের সঙ্গে তুলনা না করে নিজে আগের তুলনায় কতটুকু উন্নতি করেছে সেই ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করা উচিত।

অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়নের উপাদান —

১) মৌখিক প্রশ্ন
২) লিখিত প্রশ্ন
৩) ক্রিয়াকলাপ
৪) প্রকল্প
৫) দলীয় কার্য
৬) পর্যবেক্ষণ/নিরীক্ষণ তালিকা
৭) ক্ষেত্র অধ্যয়ন
৮) কুইজ/আকস্মিক বক্তৃতা/তর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি

শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে এমন কিছু কথা (শিক্ষকের প্রতিফলন)

- বিভিন্ন ক্রিয়া কলাপে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পূর্ণভাবে জড়িত করতে পেরেছেন কি?
- তাদের উপযুক্তভাবে শেখাতে পেরেছেন কি?
- তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনগুলো বুঝতে পেরেছেন কি?
- শ্রেণিতে এমন কোনো ছাত্র-ছাত্রী আছে কি যে পাঠ বোঝে নি? তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে শেখন কার্যে অধিক আগ্রহান্বিত করতে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে?

গুণোৎসব (গুণগত শিক্ষা প্রসারের এক অভিনব পদক্ষেপ)

- 'শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯-র শর্ত অনুযায়ী সমগ্র দেশে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের সকল শিশুদের শিক্ষার গুণগত মান প্রসারের ক্ষেত্রে সময়োপযোগীভাবে বিভিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। যেখানে শিশুর শেখনের মান নিরূপনের মাধ্যমে শেখন ব্যবধানসমূহ শনাক্তকরণ ও যথোচিত পরিশেধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সকল শিশুদের শেখনের মান উত্তরণের মত সুদূরপ্রসারি ব্যবস্থা অর্ন্তনিহিত আছে।
- বর্তমান আমাদের রাজ্য সরকার ও রাজ্যের প্রত্যেক শিশুর শিক্ষার উৎকর্ষতাকে অগ্রাধিকার প্রদান করে ২০১৭ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে রাজ্যে 'গুণোৎসব' প্রকল্প রূপায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।
- অসম সরকার, সর্বশিক্ষা অভিযান মিশন, রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ ও প্রাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ের দ্বারা পরিচালিত এই ব্যবস্থা এক সমকেন্দ্রিক প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচিত।

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য

- অবিরত সামগ্রিক মূল্যায়নের নিরিখে প্রত্যেক শিশুর শিক্ষার মান নিরূপণ করে শেখন ব্যবধানসমূহ শনাক্ত করা।
- প্রাথমিক পর্যায়ে প্রত্যেক শিশুর শেখনের অগ্রগতি ও সাফল্য লাভ সু-নিশ্চিত করা ।
- বিদ্যায়তনিক, সহ বিদ্যায়তনিক, বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর গত সুযোগ-সুবিধার পর্যাপ্ততা ও ব্যবহার, সমাজের ফলপ্রসু অংশগ্রহণ — এইকয়টি মূল দিককে কেন্দ্র করে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক প্রদর্শনের মান নিরূপণ করা ।
- ফলপ্রসু কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে শেখন ব্যবধানসমূহ নির্মূল করা ।
- শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, ছাত্র-ছাত্রী, প্রশাসক ও সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করা ।

প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল

- প্রত্যেক শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা সফলভাবে সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করা ।
- অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রত্যেক শিশুর শেখন পর্যায় ও শেখন ব্যবধান শনাক্ত করতে সাহায্য করা ।
- উন্নতমানের প্রদর্শনের জন্য বিদ্যালয়ের সামগ্রিক দিকের বিচার ও পর্যালোচনায় সাহায্য করা ।
- প্রকল্পটি সম্পর্কে সমাজে সজাগতা সৃষ্টি ও সেই সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত সকল ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- প্রাথমিক শিক্ষা অসম্পূর্ণ রয়েছে এমন ছাত্র-ছাত্রীদের হার অবনমিত করা ।
- শিক্ষকের দায়িত্ব বৃদ্ধিতে সাহায্য করা ।

মান নিরূপণ

- মান নিরূপণ সম্পর্কে প্রকল্পটিতে কয়েকটি নির্দিষ্ট দিক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেগুলি হল— সামগ্রিক ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদর্শন, বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার পর্যাপ্ততা ও ব্যবহার এবং সমাজের ফলপ্রসু অংশগ্রহণ। এই মান নিরূপণ প্রক্রিয়া দুইধরনে সম্পাদিত হবে। প্রথম অবস্থায় বিদ্যালয় নিজস্বভাবে উপরোক্ত দিকগুলির মান নিরূপণ করবে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে বাহ্যিক মূল্যায়ণকারীর উপস্থিতিতে মান নিরূপণ সম্পাদিত হবে।
- মান নিরূপণের পরবর্তী পর্যায়ে প্রতিটি বিষয়ের প্রত্যেক প্রশ্নের বিপরীতে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর প্রদর্শনের লিখিত টিকার ভিত্তিতে খতিয়ান পত্র প্রস্তুত করা হবে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের শেখন ব্যবধান শনাক্ত করে যথোচিত পরিশেধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যাতে তার ভিত্তিতে শেখন ব্যবধানসমূহ নির্মূল করে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে এক প্রত্যাশিত শেখন পর্যায়ে উপনীত করতে পারা যায়।

মূল্যায়ন ব্যবস্থার নির্দেশনাবলি

সরকারি বিজ্ঞপ্তি নং AEE.499/2010/14-A dated 29/04/2011-র মাধ্যমে নিম্নলিখিত অনুযায়ী বছরে প্রতিটি বিষয়ের জন্য চারটি ভাগে সম্পূর্ণ মূল্যায়নের ব্যাপারে স্থির করা হয়েছে। তার জন্য প্রতিটি পাঠের শেষে নির্দিষ্ট ধারণাযদক্ষতাসমূহ মূল্যায়ন করে যাবেন। পরে নির্দিষ্ট মাসগুলিতে শিক্ষণ-শেখন যে পাঠগুলি শেষ হয়েছে সেই পাঠসমূহের ওপর সম্পূর্ণ মূল্যায়ন করবেন এবং নথি-পত্রে লিপিবদ্ধ করে রাখবেন। বিশেষ প্রয়োজন সম্পন্ন শিশুর (Children with Special Needs) মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গ্রহণীয় কয়েকটি নির্দেশনা নিম্নে উল্লেখ করা হল। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা নিজ-নিজ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনবোধে নির্দেশাবলি সুবিধা অনুযায়ী গ্রহণ করলে এই শিশুরাও উপকৃত হবে। এই নির্দেশনাসমূহ হল —

১) প্রয়োজন অনুযায়ী এইসকল ছাত্র-ছাত্রীদের অতিরিক্ত সময় দেবেন। অবসাদ দূর করার জন্য এই সময়ের মধ্যে বিশ্রামের অনুমতি দেবেন।

২) ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সরঞ্জাম ব্যবহার করতে দেবেন, উদাহরণস্বরূপে— ক্যালকুলেটর, এবেকাস, টেইলর ফ্রেমের যোগাযোগ বোর্ড, হেলানো বোর্ড, টেপ রেকর্ডার, পেন গ্রিপ্স অর্থাৎ কলম ধরার সরঞ্জাম ইত্যাদি।

৩) শ্রবণ বাধাগ্রস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে ভাষা আহরণে অসুবিধা থাকার জন্য মূল্যায়নের পদ্ধতি রচনাভিত্তিকের পরিবর্তে বস্তুনিষ্ঠ হওয়া উচিত। প্রশ্নসমূহের ভাষা সহজ-সরল হওয়া নিতান্তই প্রয়োজনীয়।

৪) দৃষ্টি শক্তির অসুবিধা রয়েছে এমন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রশ্নপত্রসমূহ প্রয়োজন অনুসারে ব্রেইলযবড়ো ছাপা অক্ষরের হতে হবে।

৫) যতদূর সম্ভব যতি চিহ্ন, বানান ও ব্যাকরণের ভুলের জন্য নম্বর কমিয়ে দেওয়া উচিত নয়।

৬) পরীক্ষার সময়ে দেওয়া মৌখিক নির্দেশনাগুলি বোর্ডে লিখে দেবেন।

৭) প্রয়োজনে একজন লিপিকার নিয়োগের ব্যবস্থা করবেন।

৮) মগজের পক্ষাঘাতজনিত শিশুরা লেখার সময় যথেষ্ট চাপ দিয়ে লেখে। সেজন্য তাদের যে উত্তরপত্রযকাগজ ব্যবহার করতে দেওয়া হয় তা যথেষ্ট মোটা হওয়া উচিত।

৯) মানসিক বাধাগ্রস্ত শিশুদের মূল্যায়নের জন্য প্রস্তুত প্রশ্নসমূহের জটিলতা শিশুর বোধগম্যতার ওপর ভিত্তি করেই নির্ণয় করা উচিত।

মূল্যবোধ শিক্ষা

কারিকুলামে বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলার কয়েকটি গুণ হল—

বিষয়	মূল্যবোধ
ভাষা	স্নেহ, ভালোবাসা, দেশপ্রেম, সহিষ্ণুতা, সাহায্যের মনোভাব, সাহসিকতা ইত্যাদি।
সমাজ বিজ্ঞান	ভ্রাতৃত্ববোধ, নেতৃত্বভাব, সৌন্দর্যবোধ, রাষ্ট্রীয় ও আন্তরাষ্ট্রীয় বোঝাপড়া, সামাজিক দায়বদ্ধতা, রাষ্ট্রীয় সজাগতা, সহিষ্ণুতা, কর্তব্যপরায়ণতা ইত্যাদি।
বিজ্ঞান	বিজ্ঞানসম্মত মনোভাব, সৌন্দর্যবোধ, শৃঙ্খলাবদ্ধতা, ইতিবাচক মনোভাব, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি।
গণিত	ধৈর্য, ক্ষুদ্র সঞ্চয়, দৃঢ়তা, শৃঙ্খলাবদ্ধতা, মিতব্যয়ীতা, যুক্তিযুক্ততা ইত্যাদি।
কলা ও শারীরিক শিক্ষা	নেতৃত্ববোধ, দলীয় শৃঙ্খলা, সৌন্দর্যবোধ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সু-অভ্যাস গঠন, কাজ-কর্মের প্রতি আগ্রহ, শ্রমের মর্যাদা ইত্যাদি।
পরিবেশ অধ্যয়ন	প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ, জীব-জন্তু ও পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, পরিবেশ সংরক্ষণ ও সুরক্ষা, পরিবেশের সু-পরিকল্পিত ব্যবহার। যেকোনো পরিবেশে কাজ করার মানসিকতা গঠন ইত্যাদি।
কর্ম শিক্ষা	উৎপাদনমুখী মনোভাবের সৃজন, বিভিন্ন বৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব, শ্রমের মর্যাদা, আত্মবিশ্বাস, পারস্পরিক সহযোগিতা, দলীয় মনোভাব, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি গুণের বিকাশসাধন করা।